জা-আল হাক্ব ৮

ফিতরা

টাকা নাকি খাদ্যদ্রব্য?

বিভ্রান্তি নিরসন

ব্রাদার রাহুল হুসাইন (রুহুল আমিন)
শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানী সম্পাদিত

সম্পাদকের কথা

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

মহান রব আল্লাহর সমীপে অসংখ্য সিজদায়ে শোকর, যিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ মাখলুক হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর আহলে বায়ত এবং কিয়ামত পর্যন্ত তার অনুসারীগণের প্রতি।

সিয়াম ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম বিধান। প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ বিবেকসম্পন্ন নর-নারীর ওপরই ফরজ। এই সিয়াম ব্রত পালনে তাদের ভুলভ্রান্তি ঘটে যাওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক। সেসব ভুলের কাফফারা ও গরীব-মিসকীনদের খাদ্য হিসাবে ফিতরা প্রদান ফরজ। এটা মুসলিম পরিবারে জন্ম নেয়া প্রতিটির সন্তানের জন্যই ফরজ। সে শিশু, কিশোর, যুবক, বয়স্ক, বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ, সুস্থ, অসুস্থ যে-ই হোক না কেন। এ এক অবধারিত বিধান।

এই ফিতরা প্রদানের ক্ষেত্রে রয়েছে, নির্দিষ্ট নীতি, যে নীতির ভিত্তিতে তা প্রদান করা হলেই কেবল তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। নচেৎ তা বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত, সন্দেহ নেই।

তরুন তার্কিক ও দ্বাঈ ব্রাদার রাহুল হুসাইন (রুহুল আমিন) সংকলিত আলোচ্য গ্রন্থটিতে সেসব সম্পর্কে দালীলিক নীতিসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে। বইটি শুরু হতে শেষাবধি পাঠ করে সম্পাদনা করে এটাই পেয়েছি এবং এজন্য নিজেকে গর্বিত মনে করি।

বইটির উপকারিতা অনস্বীকার্য। বইটির বহুল প্রচার-প্রসার ও আমল কামনা করি। লেখক প্রকাশকসহ সকলের জন্য প্রার্থনা আল্লাহ বইটিকে সকলের জন্য পরকালে নাজাতের অসীলা বানিয়ে দিন। আমীন।

আব্দুল্লাহ শাহেদ

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম: ব্রাদার রাহুল হোসেন-রুহুল আমিন

জন্ম: ১৯৯২ সালে ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

বংশ: পিতা বেলায়েত হোসেন ও মাতা রহিমা বিবি। মূলত ব্রাদার রাহুল মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তার পিতা হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিল। বিবাহের পূর্বেই হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে মুসলিম হয়েছে। ১৯৮৮ সালে তার পিতা ইসলাম গ্রহণ করে। তার পিতার ইসলামপূর্ব নাম ছিল বিমল দাস। পরিবারে তারা দুই ভাই ও দুই বোন। সে পরিবারে ভাই-বোনদের মধ্যে তৃতীয়।

শিক্ষা জীবন: বাল্যকালে তিনি গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে লেখাপড়া করেন তারপর লেখাপড়া করেন জলঙ্গী হাইস্কুলে। ২০১৫ সালে নদীয়া জেলার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসের স্নাতক (বি, এ) করেন।

দ্বীনের দাঈ: ২০১২ সালে ড. জাকির নায়েকের 'কুরআন এন্ড মডার্ন সায়েন্স' লেকচার শুনার পর থেকে তিনি ইসলামের পথে আসেন। অতঃপর সমাজে ইসলামের নামে প্রচলিত ভ্রান্ত আকিদাসমূহের বিরুদ্ধে লেখালেখি, আলোচনা ও সমালোচনা করা শুরু করেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য যেমন পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ঝাড়খন্ড এবং দেশের বাইরে বাংলাদেশের বিভিন্ন জালসা ও ওয়ায মাহফিলে তিনি এখন নিয়মিত অংশগ্রহণ করে থাকেন। গত কয়েক বছরে তিনি হিন্দু, খ্রিস্টান ও নাস্তিকদের সাথে বিতর্কে অংশগ্রহণ করে বেশ সাড়া জাগিয়েছেন। এছাড়া অনলাইনে রয়েছে তার সরব পদচারণা। ইসলামের নামে প্রচলিত ভ্রান্ত আক্বীদাসমূহের প্রচারকদের সাথেও তিনি বিতর্কে অংশগ্রহণ করে থাকেন। তরুণ বয়সেই দ্বীন প্রচারে তার সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী ভূমিকা যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছে।

সূচি

প্রথম অধ্যায়

ফিতরা টাকা নাকি খাদ্যদ্রব্য?

বুদ্ধিবৃত্তিক দলীলের জবাব

প্রথম দলীল: ত্বঊস رحمه الله থেকে মুআয বিন জাবাল (রা)

দ্বিতীয় দলীল: উমার (রা) ফাতওয়া

লাইস বিন আবী সুলাইম যঈফ

তৃতীয় দলীল: আবূ ইসহাক্ব আস সাবিঈ

উলামাদের জন্য লক্ষনীয়

ইমাম যাহাবী رحمه الله উক্তির পর্যালোচনা

উসূলে হাদীছের আদালতে

ইবনু হাজার আসক্বালানী رحمه الله উক্তির পর্যালোচনা

যুহাইর বিন মুআবিয়াহ বুখারী মুসলিমে কেন?

মুতাবাআত সানাদ

চতুর্থ দলীল: হাসান বাসারী رحمه الله

দ্বিতীয় অধ্যায়

অর্ধ সা ফিতরা সংক্রান্ত হাদীছের তাহকীক
রাসূল (সা.) থেকে বর্ণিত ১০টি হাদীছ তাহকীক
খোলাফায়ে রাশেদার থেকে বর্ণিত ৫টি হাদীছ তাহকীক

তৃতীয় অধ্যায়

অর্থ দিয়ে ফিতরা আদায়ের ব্যাপারে ইমামগণের বক্তব্য
ফিতরায় সা‘-এর পরিমাণের ব্যাপারে ‘আলিমগণের বক্তব্য
ফিতরা আদায়ের সঠিক সময়
ফিতরা কি যাকাতের মতো ৮ খাতে বণ্টিত হবে?
একটি গুরুত্বপূর্ণ অবগতি
আমাদের প্রকাশিত বইসমূহ

ফিতরার পরিচয়

আভিধানিক সংজ্ঞা:

‘যাকাতুল ফিতর’ (زكاة الفطر) দু’টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। যথা زكاة ও الفطر। (যাকাত) زكاة শব্দের অর্থ পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, প্রবৃদ্ধি, বিশুদ্ধতা ইত্যাদি।[১] আর ‘ফিতর’ (الفطر) শব্দের অর্থ ভঙ্গ করা, সিয়াম ভঙ্গ করা, ইফতার করা প্রভৃতি।[২]

পারিভাষিক সংজ্ঞা:

ঈদের দিন সালাতে যাওয়ার পূর্বে অথবা ঈদের দু’দিন আগে মাথা পিছু এক ‘সা’ পরিমাণ খাদ্যবস্তু প্রদান করাকে ‘যাকাতুল ফিতর’ বলা হয়।[৩]

যাকাতুল ফিতরের উদ্দেশ্য:

এ প্রসঙ্গে ইবন আব্বাস ﷺ বলেন,

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ،

‘সায়েমের সিয়ামকে অনর্থক কথা ও বাজে কাজ থেকে পবিত্র করার জন্য এবং মিসকীনদের খাদ্য খাওয়ানোর জন্য রাসূল ﷺ ফিতরা আদায় ফরয করেছেন’।[৪]

১. আল-মু‘জামুল ওয়াফী, পৃ. ৫৩৭, ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান
২. আল-মু‘জামুল ওয়াফী, পৃ. ৭৬১, ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান
৩. নাসাঈ হা. ২৫২১, পৃ. ২৮৭

যাকাতুল ফিতর আদায় করতে হবে খাদ্যবস্তু দ্বারা

আবদুল্লাহ ইবন উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ-

'রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক মুসলিম ক্রীতদাস ও স্বাধীন ব্যক্তি, নর-নারী, ছোটো ও বড়োদের উপর যাকাতুল ফিতর এক 'সা' খেজুর কিংবা এক 'সা' যব ফরয করেছেন। আর তিনি লোকেরা ঈদের সালাতে যাবার পূর্বেই তা প্রদান করার নির্দেশ দিয়েছেন'।[৫]

যাকাতুল ফিতর আদায়ের ব্যাপারে 'কুতুবে সিত্তাহ'য় মোট ৪১টি সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। খাদ্যবস্তু দ্বারা যাকাতুল ফিতর আদায় করার জন্য এই সহীহ হাদীসগুলোই যথেষ্ট। এতদসত্ত্বেও আরো কিছু বিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ থেকে শুধু হাদীসের নম্বর তুলে ধরা হলো, যাতে বিজ্ঞ পাঠকগণ বিষয়টি অনুসন্ধান ও অনুধাবন করতে পারেন।

বুখারীতে ৯টি- ১৫০৩-১৫০৮, ১৫১০-১৫১২।

মুসলিমে ২টি- ৯৮২, ৯৮৫।

নাসাঈতে ১৭টি- ২৫০০-২৫০৫, ২৫০৮-২৫১৮।

আবূ দাউদে ৫টি- ১৬১১, ১৬১৩, ১৬১৫-১৬১৬, ১৬২০।

তিরমিযীতে ৪টি- ৬৭৩-৬৭৬।

---

৪. আবূ দাউদ, হা. ১৬২৯; ইবনু মাজাহ, হা. ১৮২৭; সহীহুল জামে, হা. ৩৫৭০; বাইহাকী ৪/১৯৭; ইরওয়াহ, হা. ৮৪৩

৫. বুখারী, হা. ১৫০৩, ১৫০৪

ইবনু মাজাহতে ৪টি- ১৮২৫-১৮২৬, ১৮২৯-১৮৩০।

এছাড়া ইমাম মালিক বিন আনাস ﵀ সংকলিত মুয়াত্ত্বায় ৩টি- হা. ৫২-৫৪। বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী ﵀ সংকলিত ‘বুলূগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম’ গ্রন্থে ২টি- হা. ৬৪৭, ৬৪৯। আল্লামা আলবানী ﵀ সংকলিত ‘সিলসিলাতু আহাদিসুস সহীহাহ’ গ্রন্থে ২টি- হা. ১১৭৭, ১১৭৯। খতীব আত-তাবরিযী সংকলিত মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থে ৩টি হাদীস উল্লিখিত হয়েছে হা. ১৮১০-১৮১২।

কুতুবে সিত্তাহ ব্যতীত আরো ৪টি কিতাব থেকে মোট ১০টি সহীহ হাদীস পেশ করা হলো। এসবগুলো হাদীসে খাদ্যবস্তু দ্বারা যাকাতুল ফিতর আদায়ের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত ৫১টি হাদীস সঠিকভাবে যাকাতুল ফিতর আদায়ের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট দলীল।

ফিতরা টাকা নাকি খাদ্য বিভ্রান্তি নিরসন

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি।

যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্য। শতসহস্র দয়া ও শান্তি বর্ষিত হোক প্রাণাধিক প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর প্রতি। অতঃপর:

ফিতরা আদায় একটি ইবাদাত।[৬] আর ইবাদাতের ক্ষেত্রে অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে তার মধ্যে কম ও বেশি করা জায়েয নয়।[৭] হুবহু রাসূল ﷺ যেভাবে করেছেন সেভাবে করতে হবে। অন্যথায় তা বিদআত হবে।[৮]

জুমহুর মুহাদ্দিসীনে কেরাম ও ওলামায়ে কেরামের ফাতওয়া হচ্ছে, মানুষ নিজের অঞ্চলের প্রধান খাদ্যদ্রব্য দিয়ে ফিতরা আদায় করবে। আর এটাই ইমাম আহমাদ, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম মালিক ﷺ এবং এই তিন মাযহাবের ওলামায়ে কেরামগণের ফাতওয়া।[৯]

৬. বুখারী, হা. ১৫০৩

৭. বুখারী হা. ৫০৬৩

৮. বুখারী হা. ২৬৯৭; মুসলিম, হা. ১৭১৮; আবূ দাউদ হা. ৪৬০৬; ইবনু মাজাহ, হা. ১৪; আহমাদ, হা. ২৬০৩৩; ইবনু হিব্বান, হা. ২৬; ইরওয়াউল গালীল, হা. ৮৮; সহীহুল জামে, হা. ৫৯৭০; সহীহাহ, হা. ২৩০২; সহীহুত তারগীব, হা. ৪৯

৯. ইমাম ইবনু কুদামাহ ﷺ, আল-মুগনী, ৪/২৯৫

টাকা দ্বারা ফিতরা আদায়ের রীতি ইসলামের সোনালি যুগে ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম টাকা দ্বারা ফিতরা আদায় করেছেন মর্মে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা বাজারে চালু থাকা সত্ত্বেও[১০] তিনি খাদ্যবস্তু দ্বারা ফিতরা আদায় করেছেন, আদায় করতে বলেছেন। বিভিন্ন খাদ্যশস্যের কথা হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। আবূ সাঈদ খুদরী رضي الله عنه বলেন, 'আমরা এক 'সা' তা'আম বা খাদ্য, অথবা এক 'সা' যব, অথবা এক 'সা' খেজুর, অথবা এক 'সা' পনির, অথবা এক 'সা' কিশমিশ থেকে যাকাতুল ফিতর বের করতাম।'[১১] ইবনু উমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যাকাতুল ফিতর হিসাবে মুসলমানদের ছোটো-বড়ো, পুরুষ-নারী এবং স্বাধীন-দাস প্রত্যেকের উপর এক 'সা' খেজুর অথবা এক 'সা' যব ফরয করেছেন এবং তিনি সালাতের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই তা আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।[১২]

একমাত্র ইমাম আবূ হানীফা رحمه الله ও হানাফী মাযহাবের ওলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে টাকা দিয়ে ফিতরা আদায়ের বিষয়টি পাওয়া যায়। তারা খাদ্যদ্রব্য দিয়ে ফিতরা আদায় সুন্নাত এটা স্বীকার করার পর, টাকা দিয়ে ফিতরা আদায় জায়েয বলেছেন। আমাদের মনে রাখতে হবে জায়েয আর উত্তম কখনোই এক নয়।

দুঃখজনক হলো কিছু ভাই বলছেন, বর্তমান সময়ে টাকা দিয়ে ফিতরা আদায় বেশি উপযুক্ত ও উত্তম। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

খাদ্যশস্য দ্বারা 'যাকাতুল ফিতর' আদায় করাই ইসলামী শরীআতের বিধান। টাকা-পয়সা দ্বারা ফিতরা প্রদান করা তার পরিপন্থি। সায়েম নিজে যা খান, তা থেকেই ফিতরা দানের মধ্যে অধিক মুহাব্বাত নিহিত থাকে। যে-ব্যক্তি ২০ টাকা কেজি দরের চাল খান, সে উক্ত মানের চাল

১০. ইসলামে যাকাতের বিধান, ১/১৪০; আর-রাহীকুল মাখতূম, ৩৯৮ পৃ.

১১. বুখারী, হা. ১৫০৬; মুসলিম, হা. ৯৮৫; মিশকাত, হা. ১৮১৬।

১২. বুখারী হা. ১৫০৩; মুসলিম, হা. ৩৮৪; মিশকাত, হা. ১৮১৫

এক ‘সা’ ফিতরা দিবেন। আর যে-ব্যক্তি ৫০ টাকা কেজি দরের চাল খান, সে উক্ত মানের চাল এক ‘সা’ ফিতরা দিবেন। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে টাকা-পয়সার দ্বারা ফিতরা আদায়ের ফলে একজন রিকশাচালক যে ২০ টাকা কেজি দরের চাল খায়, আর দেশের একজন মন্ত্রী যে ৭০-১০০ টাকা কেজি দরের চাল খান, উভয়ের যাকাতুল ফিতরের মান সমান হয়ে যায়। অর্থাৎ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ‘টাকা’ দ্বারা রাজা ও প্রজা সকলেই ফিতরা আদায় করে থাকে। যা ইসলাম ও মানুষের বিবেকবিরোধী।

বুদ্ধিবৃত্তিক দলীলের জবাব

১. যারা টাকা দিয়ে ফিতরার কথা বলছেন তাদের সবচেয় বড়ো ভুল হচ্ছে, তারা ফিতরাকে শুধু ফকির-মিসকীনদের উপকার হিসেবে দেখছেন। কখনোই এটাকে নিজের সিয়ামের ভুলক্রটির কাফফারা হিসেবে দেখছেন না। তাদের উদ্দেশ্যে প্রথমে রাসূল ﷺ-এর হাদীস-

زَكَاةُ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

ফিতরা হচ্ছে সিয়াম পালনকারীর জন্য তার ভুলক্রটি থেকে পবিত্রতা স্বরূপ এবং মিসকীনদের জন্য খাদ্য স্বরূপ। যে-ব্যক্তি (ঈদের) সালাত আদায়ের পূর্বে তা আদায় করল, তার ফিতরা কবুলযোগ্য। আর যে সালাতের পরে আদায় করল, তার ফিতরা এক প্রকার সাধারণ দান।[১৩]

১৩. আবূ দাউদ, হা. ১৩৭১, ইবনু মাজাহ, হা. ১৮২৭

আমাদের জানা নেই যে তারা কি নিশ্চিত যে, তাদের সিয়াম একশ ভাগ সঠিক! যদি তারা নিশ্চিত না হয়, তাহলে তারা কেন শুধু ফকির-মিসকীনের ফায়দা দেখা নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের সকলের উচিত ছিল, সবার আগে নিজের চিন্তাটা করা।[১৪] আমাদের সিয়ামের মধ্যে হয়ে যাওয়া ভুলত্রুটি, গুনাহখাতা মাফ করিয়ে নিয়ে সকল সিয়ামকে মহান আল্লাহর দরবারে পূর্ণাঙ্গ করা।[১৫] এই দৃষ্টিতে দেখলে আমরা আগে দেখব কোনটাতে আমরা সন্দেহ মুক্ত থাকব?[১৬]

কোন ভাবে ফিতরা দিলে আমার সিয়ামের কাফফারা হবে? তখন অটোমেটিক টাকার চেয়ে খাদ্যদ্রব্য দিয়ে ফিতরা আদায়ের কথা মাথায় আসবে। কেননা খাদ্যদ্রব্য দিয়ে ফিতরা দিলে নিঃসন্দেহে তা গ্রহণযোগ্য হবে, কিন্তু টাকা দিয়ে ফিতরা দিলে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের নিকট তা গ্রহণযোগ্য হবে না। মহান আল্লাহ আমাদের সঠিক পথের দিশা দিন!

২. রোযা ছিলাম খাবার থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে, তার কাফফারা দিব খাবার দিয়ে।[১৭] যেমন সালাতে ভুল হলে সালাতের প্রধান অংশ সিজদা দিয়ে কাফফারা দেওয়া হয়।[১৮]

৩. মহান আল্লাহ বৃদ্ধ ব্যক্তির জন্য সিয়ামের যে ফিদিয়ার কথা বলেছেন, তা খাবার সংশ্লিষ্ট। প্রতিদিন একজন মিসকীনকে খাওয়ানো।[১৯] পূর্ণ সিয়ামের কাফফারা যদি খাবার হয়, স্বাভাবিক ভাবে সিয়ামের মধ্যে হওয়া ভুলত্রুটির কাফফারাও খাবার হবে।

১৪. সূরা তাহরীম ৬৬/৬

১৫. আবূ দাউদ, হা. ১৩৭১; ইবনু মাজাহ, হা. ১৮২৭

১৬. বুখারী, হা. ৫২, ২০৫১; মুসলিম, হা. ১৫৯৯; তিরমিযী, হা. ১২০৫; নাসাঈ, হা. ৪৪৫৩, ৫৭১০; আবূ দাউদ, হা. ৩৩২৯; ইবনু মাজাহ, হা. ৩৯৮৪; আহমাদ, হা. ১৭৮৮৩, ১৭৯০৩, ২৭৬৩৮, ১৭৯৪৫; দারিমী, হা. ২৫৩১

১৭. সূরা বাকারা ২/১৮৩-১৮৪; বুখারী, হা. ৪৫০৫

১৮. বুখারী, হা. ৪০১; মুসলিম, হা. ৫৭২

১৯. সূরা বাকারা ২/১৮৩-১৮৪

৪. এরপরেও যদি ফকির-মিসকীনের টাকার দরকার বলে আপনার মন কাঁদে তাহলে বলব, টাকার জন্য তো আলাদা বিধান আছেই। যাকাত আছে। সাধারণ দান আছে। টাকার জন্য এগুলো থাকার পরেও টাকার অজুহাত দেখানো উদ্ভট অজুহাত বৈ কিছুই নয়।

৫. রাসূল ﷺ হাদীসে এখানে ‘طُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ’ ‘তু’মাতুল্লিল মাসাকিন’ বলেছেন, ‘সাদাকাতুল লিল মাসাকিন’ বলেননি। তথা ‘মিসকীনের জন্য খাদ্য’ বলেছেন ‘সাদাকা’ বলেননি।

৬. টাকা-পয়সা, দিনার-দিরহাম রাসূলের যুগেও ছিল কিন্তু তিনি খাদ্যের কথা বলেছেন। সর্বোপরি সেই যুগের মানুষের টাকার দরকার আরো বেশি ছিল। আজকে তো রাস্তায় দাঁড়ালেও টাকা পাওয়া যায়।

৭. ফকির নিতে চায় না, ওজন হয়, কষ্ট হয়। এই সমস্যা তখনই হয়েছে, যখন আমরা ভেবেছি তারা ফিতরা নিতে আসবে। অথচ এটা কাফফারা, আমাদের পৌঁছে দিতে হবে। আমরা যদি তাদের বাড়িতে চাল পৌঁছে দিয়ে আসি তারা কি নিবে না? নিজেরা সমস্যা তৈরি করব আবার সেই সমস্যার অজুহাতে সুন্নাতকে বাতিল করব, কী সেলুকাস!

৮. আদায়ের জন্য যে পরিমাপ আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন তা ‘সা’। আর টাকার ‘সা’ হয় না। খাদ্যদ্রব্যের ‘সা’ হয়। সুতরাং শরীআতের উদ্দেশ্য টাকা নয় খাদ্যদ্রব্য। তেমনই “কার উপর ফিতরা আদায় করা ফরয?” এই বিষয়েও ওলামায়ে কিরাম টাকার নিসাব বলেননি। বরং বলেছেন যার বাড়িতে একদিনের অতিরিক্ত খাবার আছে, তার উপর ফরয।

৯. রাসূলের উদ্দেশ্য ‘সা’ দ্বারা সমপরিমাণ মূল্য হতো তাহলে তিনি যতগুলো খাদ্য দ্রব্যের নাম বলেছেন, সবগুলোর ক্ষেত্রে এক ‘সা’ বলতেন না। বরং মূল্য হিসাব করে যেটাতে যত পরিমাণ হয়, ততটাই বলতেন। কেউ যদি বলেন, রাসূলের মাথায় যে মূল্য ছিল, তখন হয়তো সবগুলোর সেই মূল্যে এক ‘সা’ ছিল। এটা সত্যিই বিবেকবিরোধী। সবগুলোই